দামোদর

মহারাষ্ট্র দেশীয় সংগীত শাস্ত্রকার পন্ডিত দামোদর সম্ভবত ১৬শ শতাব্দীর শেষ ভাগে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ১৬২৫-৩০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি তিনি 'সংগীত দর্পণ' নামক একখানি সংগীতের সংকলন গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। তাঁর রচিত গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ের ২য় শ্লোকে তিনি নিজেকে এই গ্রন্থের রচয়িতা বলে উল্লেখ করেছেন। দামোদরের পিতা লক্ষ্মীধর মিশ্র ছিলেন মহারাষ্টের অধিবাসী। গ্রন্থটি সংস্কৃত ভাষায় লেখা হলেও পরবর্তীকালে ফকীরুল্লাহ ফরাসী ভাষায় গ্রন্থটি অনুবাদ করেছেন। এছাড়া গুজরাটী, হিন্দী (১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে হাথরস সংগীত কার্যালয় থেকে) প্রভৃতি ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছে। এই গ্রন্থটি ছাড়া দামোদরের অন্য কোনো পরিচয় জানা যায় না।

'সংগীত দর্পণ' গ্রন্থটিতে ৬টি অধ্যায়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। যথা ঃ স্বরাধ্যায়, রাগাধ্যায়, প্রবন্ধাধ্যায়, বাদ্যাধ্যায়, তালাধ্যায় ও নৃত্যাধ্যায়। ১ম অধ্যায়ে তিনি ব্রহ্মা ও মহাদেবের বন্দনা করেছেন। সংগীতকে মার্গ ও দেশী এই ২ ভাগে ভাগ করেছেন এবং সংগীতকে গীত বাদ্য ও নৃত্যের সমাবেশ বলেছেন। এখানে তিনি নাদ, নাদের প্রকারভেদ, নাদোৎপত্তির প্রকরণ প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা করেছেন।

এক কথায় বলা যায় যে 'সংগীত দর্পণ' গ্রন্থখানি কয়েকটি বিষয় ছাড়া কোনোরকম বৈশিষ্ট্যর দাবীদার নয়। কারণ গ্রন্থটির বিভিন্ন অধ্যায়গুলি 'সংগীত রত্নাকর' ও অন্যান্য গ্রন্থের সংকলন মাত্র। শুধুমাত্র নৃত্যাধ্যায়টি প্রশংসনীয়। তবুও গ্রন্থটি কতগুলী কারণে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল এবং সংগীত ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছে। এই বিষয়ে যে কারণগুলি পরিলক্ষিত হয় তা হল (১) একমাত্র এই গ্রন্থটিতেই শারীর বিবেক অর্ন্তগত কতগুলি চক্র

সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। (২) গীত, রূপক, বস্তু, প্রবন্ধ ও গেয়, গানের এই ৫টি নাম সংগীত বিষয়ক অন্য ২/১টি গ্রন্থে পাওয়া গেলেও প্রসিদ্ধ গ্রন্থগুলিতে আলোচিত হয়নি। (৩) তালাধ্যায়ে দামোদর তৎকালে প্রচলিত বহু তালের আলোচনার সংগে ৩২ প্রকার কণ্ঠের পরিচয় দিয়েছেন। এই বিষয়টি অন্য কোন গ্রন্থে পাওয়া যায় না। (৪) নৃত্যাধ্যায়ে নৃত্য সম্বন্ধে আলোচনা গ্রন্থটির স্বাতন্ত্রতা বজায় রেখেছে। তৎকালীন নৃত্য পদ্ধতি ছাড়াও শব্দ-নৃত্য, যতি-নৃত্য, মুখচালি ইত্যাদির যেরূপ আলোচনা তিনি করেছেন তা অন্য কোথাও দুর্লভ। দামোদর উল্লিখিত মধ্যযুগীয় নৃত্যপদ্ধতি ও নৃত্যপ্রকার থেকে আধুনিক কালে ব্যবহৃত নৃত্য-রীতির রূপান্তর সহজেই স্পষ্ট হয়ে যায়। সংগীত দর্পণে আলোচিত নৃত্যের পরিভাষা আধুনিক কালের নৃত্যে আজও পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। যেমন - সংগীত দর্পণে উল্লিখিত যতিনৃত্য বর্তমানে যতিস্বরম্ রূপে বিরাজ করছে। ভরতনাট্যমের যে বিশিষ্ট অংশ ও দাক্ষিণাত্যের যে শব্দম্ তকিট ধিকিট থৈ থাতি থৈ থৈ থৈ ইত্যাদি যতি বাদ্যাক্ষরগুলি পরিলক্ষিত হয় তা সংগীত দর্পণ রচয়িতা দামোদরের অবদান। এই গ্রন্থটি থেকে সহজেই বোঝা যায় দক্ষিণী জৈথিস্বরম্, শব্দম্, বর্ণম্ ইত্যাদির অর্থ এবং ব্যবহার বিশিষ্টতা। অধ্যায়গুলির বিশিষ্টতার জন্য 'সংগীত দর্পণ' গ্রন্থখানি সংগীত ইতিহাসে যেমন মূল্যবান সম্পদ রূপে গণ্য হয়েছে। তেমনি তার রচয়িতা পন্ডিত দামোদরও হয়েছেন চিরস্মরণীয়।